JAN

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও চলছে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি না থাকলেও এর অভ্যন্তরে চলছে নানামুখী সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি। সুচতুর একটি মহল ছাত্রদের একাংশকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। এ কারণে বারবার ঘটছে সহিংস ঘটনা। উপাচার্য ও শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করছে না মেধাবী (?) ছাত্ররা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ নাজুক পরিস্থিতিতে খুলনা অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেননা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রামের ফসল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় এরশাদের শাসনামলে। আর অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে। কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে শেখ হাসিনার অর্থানুকূল্যে। সুতরাং শুরু থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষক, উপাচার্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগসহ সবকিছু হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। স্বাভাবিকভাবে দলীয়করণ ও দুর্নীতি চলেছে সমানে।

এ কারণে ওপরে ওপরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অরাজনৈতিক ও শান্ত চেহারা দেখানোর চেষ্টা চললেও ভেতরে সম্পূর্ণ ফাঁকা এবং দুর্গন্ধময়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) হলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। তার মতো একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে যখন প্রথম সমাবর্তনের আয়োজন করা হচ্ছিল তখনও একটি মহল সমাবর্তন বানচালের চেষ্টা চালিয়েছিল নানাভাবে। এমনকি উড়োচিঠি দিয়েও হুমকি দেয়া হয়েছিল। এটা প্রায় ৩ বছর আগের কথা।

এবারও শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র। এ অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম ও ট্রেজারার সরদার আবদুর রাজ্জাক। এ অভিযোগ কথার কথা নয়, একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা এ গোপন রিপোর্ট জানিয়েছে কর্তৃপক্ষকে।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সমাবর্তনের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার কথা সমাবর্তনে।

এরই মধ্যে গত ২১শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, সংঘর্ষ ও উপাচার্যসহ অনেককে মারধর করার পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির অনুমতি নেই। অথচ আদালতে মামলা থাকা অবস্থায়ও সম্প্রতি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হয়েছে। যারা জিতেছেন তাদের অনেকেই বলে বেড়াচ্ছেন তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধেই জিতেছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন, অবস্থান ধর্মঘট, ভাঙচুর, সংঘর্ষ সবই হচ্ছে নিয়মিত। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। সুস্থ রাজনীতিও নেই। আছে মাদকের কালো থাবা। ইতোমধ্যে ছাত্রদের এক বিরাট অংশ এর কবলে পড়েছে।

অন্যদিকে কর্মচারী ও বহিরাগতদের ব্যবহার করা হচ্ছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে। গত রোববারের সহিংস ঘটনার পর ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব পরিস্থিতি দেখে ধারণা করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে।